



48957 - তারাবীর নামাযেরে ফযলিত

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযেরে ফযলিত কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে তারাবীর নামায মুস্তাহাব সুন্নত। এটি কয়ামুল লাইল বা রাত্রিকালীন নামাযেরে অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআন-সুন্নাহর যবে দললিগুলো কয়ামুল লাইল এর প্রতি উৎসাহ দিয়ে ও ফযলিত বর্ণনা করে উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো তারাবীর নামাযকও অন্তর্ভুক্ত করবে। ইতপূর্বে 50070 নং প্রশ্নোত্তরে তা উদ্ধৃত হয়েছে।

দুই:

রমযান মাসে যবে মহান ইবাদতগুলোর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করে থাকে সেগুলোর মধ্যে কয়ামুল লাইল অন্যতম।

হাফযে ইবনে রজব বলেন:

জনে রাখুন, রমযান মাসে মুম্নিকে নজি আত্মার সাথে দুটো জহিদ করতে হয়। একটা হল দিনেরে বেলোয় রযোর জহিদ। আর রাতেরে বেলোয় কয়ামুল লাইল এর জহিদ। যবে ব্যক্তি এ দুটো জহিদ করতে পারনে তাকে বহেসিব প্রতিদিন দেওয়া হবে।[সমাপ্ত]

রমযান মাসে কয়াম পালন করার উৎসাহ দিয়ে ও ফযলিত বর্ণনা করে কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যমেন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যবে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে কয়াম পালন করবে (রাতেরে নামায আদায় করবে) তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[সহি বুখারী (৩৭) ও সহি মুসলিম (৭৫৯)]



কয়াম পালন করবে বা দণ্ডায়মান হবে: অর্থাৎ রমযানের রাতগুলোতে নামাযে দাঁড়াবে।

ঈমানের সাথে: অর্থাৎ আল্লাহর প্রতশ্রুতি ও সওয়াবদানের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে।

সওয়াবের আশায়: প্রতিদিনে অনুবোধী হয়ে। রিয়া (প্রদর্শনচেহা) বা অন্য কোন উদ্দেশ্য থেকে নয়।

তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে: ইবনুল মুনযরি তাগদি দিয়ে বলছেন যে, এটি সগরি ও কবরি উভয় গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু নববী বলছেন: ফকাহদি আলমেদরে নকিট প্রসিদ্ধি যে, এটি কেবল সগরি গুনাহর সাথে খাস; কবরি গুনাহ নয়। কটে কটে বলছেন: যদি কারো সগরি গুনাহ না থাকে তাহলে কবরি গুনাহকে হালকা করবে। [ফাতহুল বারী]

তনি:

একজন মুমনিরে উচতি রমযান মাসের শেষে দশকে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে ইবাদত বন্দগীতে পরিশ্রমী হওয়া। এ দশদিনে লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদরের রাত) রয়েছে। যে রাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।" [সূরা ক্বদর (আয়াত:৩)]

এ রাতের সওয়াব সম্পর্কে হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে কয়াম পালন করবে (রাতের নামায আদায় করবে) তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" [সহি বুখারী (১৭৬৮) ও সহি মুসলিম (১২৬৮)] এ কারণে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষে দশকে এমন পরিশ্রম করতেন যা তিনি অন্য সময়ে করতেন না।" [সহি মুসলিম (১১৭৫)]

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "যখন দশক শুরু হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামের বঁধে নতিনে, রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগিয়ে দতিনে।" [সহি বুখারী (২০২৪) ও মুসলিম (১১৭৪)]

দশক শুরু হত: অর্থাৎ রমযানের শেষে দশক।

কামের বঁধে নতিনে: কারো মতে, এটি ইবাদতে তীব্র পরিশ্রমের রূপক প্রকাশ। আর কারো মতে, এটিনারীদের থেকে দূরে থাকার রূপক প্রকাশ। আর হতে পারে এ কথাটি উভয় ভাবে বুঝাচ্ছে।

রাত জাগতেন: অর্থাৎ রাত জগে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করতেন।

নিজ পরিবারকে জাগিয়ে দতিনে: অর্থাৎ রাতের নামায পড়ার জন্য তাদেরকে জাগিয়ে দতিনে।

ইমাম নববী বলেন:



এই হাদিসে দলিল রয়েছে যে, রমযানের শেষে দশকে অতিরিক্ত ইবাদত করা মুস্তাহাব। এ রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জাগরণ করা মুস্তাহাব।[সমাপ্ত]

চার:

রমযান মাসে জামাতের সাথে কয়ামুল লাইল পালন করা এবং ইমাম নামায সমাপ্ত না করা পর্যন্ত তার সাথে উপস্থিতি থাকার আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এর মাধ্যমে নামায আদায়কারী গোটো রাত নামায আদায় করার সওয়াব লাভ করবেন; যদিও তিনি রাতের সামান্য কিছু সময় নামায আদায় করেছেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।

ইমাম নববী বলেন:

"তারাবীর নামায মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আলমেগণ একমত। কিন্তু, তারাবীর নামায একাকী বাসায় পড়া উত্তম; নাকি মসজিদে গিয়ে জামাতে পড়া— এ নিয়ে তারা মতভেদে করছেন। ইমাম শাফয়ী, তাঁর মাযহাবের জমহুর আলমে, ইমাম আবু হানফি, ইমাম আহমাদ এবং কিছু কিছু মালকে আলমে বলছেন: উত্তম হচ্ছে- জামাতের সাথে তারাবীর নামায পড়া; যমেনটি উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম করছেন এবং এভাবে মুসলমানদের আমল চলে আসছে।"[সমাপ্ত]

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কয়াম (অর্থাৎ তারাবীর নামায) আদায় করবে যতক্ষণ না ইমাম নামায শেষ করেন; তার জন্য সম্পূর্ণ রাত কয়াম আদায় করার সওয়াব লেখা হবে।"[সুনানে তরিমযি (৮০৬), আলবানী 'সহীহু তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।